দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 10 OCT ... ...
পৃষ্ঠা ... ..5.. কলাম ..1... ...

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

পিরামিডের দেশ মিসর

শামীম আজাদ আনোয়ার

মিসরকে পিরামিডের দেশ বলা হয়। মিসরের সরকারী নাম 'মিসর আরব প্রজাতন্ত্র'। মিসরের আয়তন ৯,৯৭,৭৩৮ বর্গ কিলোমিটার বা ৩,৮৫,২২৯ বর্গমাইল। মিসরের বর্তমান জনসংখ্যা ৪,৪৬,৭৩,০০০ জন। মিসরে প্রতি বর্গমাইলে ৪৫ জন লোক বসবাস করে। এ দেশের রাজধানী কায়রো। লোকসংখ্যা ৫০,৭৪,০১৬ জন। কায়রো ছাড়া মিসরের অন্যান্য প্রধান শহরগুলোর মধ্যে আছে আলেকজান্দ্রিয়া, ইসলামিয়া ও পোর্ট সাঈদ।

মিসরের প্রধান ধর্ম ইসলাম। মোট জনসংখ্যার শতকরা ৯০ জন মুসলমান। সরকারী ভাষ আরবী। খ্রীষ্টপূর্ব ৩৩২ সালে আলেকজাণ্ডার মিসর দখল করেন। পরবর্তী পর্যায়ে এ দেশ রোমানরা দখল করে নেয়। ৬৬২ খ্রীষ্টাব্দে বিখ্যাত সাহাবী হযরত আমর বিন আসের নেতৃত্বে মুসলমানরা মিসর জয় করেন। পরে আব্বাসীয় ফাতেমী ও মামলুক সুলতানগণ এ দেশ শাসন করেন। ১৫১৭ সালে মিসর তুর্কী খিলাফতের অধীনস্থ হয়। মিসর পরে ফরাসী ও বৃটিশ উপনিবেশে পরিণত হয় এবং ১৯২২ সালে স্বাধীনতা লাভ করে। ১৯৫২ সালের ২৩ জুলাই জেনারেল নাজিবের নেতৃত্বে কর্ণেল নাসেরের সহায়তায় এক বিপ্লব হয়। এ বিপ্লবের ফলশ্রুতিতে মিসরে রাজতন্ত্র উচ্ছেদ হয়। পরবর্তীকালে কর্ণেল নাসের মিসরের নেতা হিসাবে আত্ম প্রকাশ করেন।

মিসরে অনেক প্রাচীন ইসলামী কীর্তি রয়েছে। তার মধ্যে আমর ইবনুল আস মসজিদ, আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়, ওমর মসজিদ প্রধান।

মিসরে বর্তমানে প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির সরকার রয়েছে। নির্বাচিত ৩৫০ জন সদস্যের একটি পার্লামেন্ট আছে। মিসরে সরকার অনুমোদিত চারটি রাজনৈতিক দল আছে আর তা হলঃ জাতীয় গণতান্ত্রিক দল, সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক দল, উদারপন্থী সমাজতান্ত্রিক দল ও প্রগতিশীল ইউনিয়ন দল।

মিসরের মাথাপিছু আয়ের পরিমাণ ৫০০ ডলার। আয়ের প্রধান উৎস সুয়েজ খাল, তেল রপ্তানী ইত্যাদি। কৃষি ও শিল্পে মিসর বেশ উন্নত। মিসরের সূতা ও কাপড় বিশ্ববিখ্যাত। মিসর চালসহ বিভিন্ন ফল ও কৃষিপণ্য বিভিন্ন আরব দেশে রপ্তানী করে থাকে। কায়রো মধ্যপ্রাচ্যের সর্ববৃহৎ সংবাদ প্রচার কেন্দ্র। বিখ্যাত 'আল আহরাম' ও 'আল্ আখ্বার' নামক পত্রিকা দু'টি মিসর থেকে প্রকাশিত হয়।

উভয় পত্রিকার প্রচার সংখ্যা প্রায় দৈনিক আট লাখ কপি। মিসরে প্রায় ৮০ লাখ রেডিও ও টেলিভিষণ সেট রয়েছে।

শিক্ষা ক্ষেত্রে মিসর উন্নত। মিসরে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১১০৬০টি, শিক্ষক সংখ্যা ১,৩৭,০৪৫ জন। ছাত্র সংখ্যা ৪৪,৩৪,৫৫৭ জন। প্রিপারেটরী স্কুলের সংখ্যা ২০১৭টি। এতে শিক্ষক সংখ্যা ৫৪,০৭৭ জন, ছাত্র ১৫,২৬,৪৬২ জন। মাধ্যমিক (সাধারণ) বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৫০৭টি। শিক্ষক সংখ্যা ২৩,০১৮ জন, ছাত্র ৪,৬৮,০৫২ জন। মাধ্যমিক (কারিগরি) বিদ্যালয় ৪১৯টি। শিক্ষক ৩১,৮০৪ জন। ছাত্র ৫,৪১,৩০৩ জন।

শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৭২টি। এগুলোতে শিক্ষক সংখ্যা ৩,৭০০ জন। ছাত্র সংখ্যা ৪৬,২৯৯ জন। আল-আজহার ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় আছে আরো ১১টি। শিক্ষক সংখ্যা ৮,৯২১ জন। ছাত্র ৪,৫,৮,৮০৯ জন।

মিসরের প্রতিরক্ষা বাহিনীতে সৈন্যসংখ্যা ৪,৪৭,০০০ জন। এর মধ্যে স্থল বাহিনীতে আছেন ৩,১৫,০০০ জন। বিমান বাহিনীর সদস্য সংখ্যা ৮,২৭,০০০। নৌবাহিনীতে আছেন ২০,০০০ নৌ-সেনা। বিমান বাহিনীতে আছেন ৮৫,০০০ জন। রিজার্ভ ফোর্সে সদস্য সংখ্যা ৩,৩৫,০০০। ন্যাশনাল গার্ড-এ ১,৩৯,০০০ জন।

বাংলাদেশের সাথে মিসরের ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব রয়েছে। ঢাকায় ও কায়রোতে দূত পর্যায়ের মিশন রয়েছে।

মিসর তার কিছু ভূখণ্ড ফিরে পাওয়ার তাগিদে ইসরাইলের সঙ্গে শান্তি চুক্তি করায় কেবল আরব বিশ্ব নয়, সামগ্রিকভাবে ইসলামী দুনিয়ার বন্ধু দেশ থেকে এখনও অনেকাংশে জুদা হয়ে আছে।